ALOR JUBATI

(SELECTED POEMS)

FEROZ KHAN

PUBLISHED BY
Dewan Abdul Baset
Marupalash GROUP OF PUBLICATIONS
DHAKA, BANGLADESH

ZONAL OFFICE
RIYADH
SAUDI ARABIA

FIRST EDITION

MARUPALASH (BOIPOTRO) GROUP, DHAKA
NATIONAL BOOK FAIR
DHAKA, BANGLADESH
FEBRUARY 2002

INTERNET 2nd EDITION
SHIPON
SEPTEMBER 2002

COMPUTER COMPOSE
LUBNA BASET BRISHTI

Contact with writer

E-MAIL: marupalash@yahoo.com
ferozkhan22000@yahoo.com

আলোর যুবতী

ফিরোজ খান

(নির্বাচিত কবিতা)

প্রকাশক:
দেওয়ান আবদুল বাসেত
মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে জাতীয় গ্রন্থ মেলা ২০০২

গ্রন্থস্বত্ব

আইভি খান , ইভান ও দিঠি

ইন্টারনেট দ্বিতীয় প্রকাশ

শিপন
সেপ্টেম্বর ২০০২

কম্পিউটার কম্পোজ: লুবনা বাসেত বৃষ্টি

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স ঢাকা, বাংলাদেশ
জোনাল অফিসঃ রিয়াদ, সউদী আরব
Email: marupalash@yahoo.com

কবি পরিচিতি

কৈশোর থেকেই লেখালেখির সাথে সখ্যতা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাব বিজ্ঞানে অনার্স সহ মাষ্টার্স শেষে ঐ একই সালে বি,সি,এস ক্যাডারে অর্থমন্ত্রনালয়ে যোগদান। পরিবারের উৎসাহ থেকেই সৃজনশীল জগৎটির প্রতি আকৃষ্ট এবং ভাললাগা এ ভূবনে এগিয়ে দিয়েছে এক ধাপ। ১৯৬৯ সালে *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকার সাহিত্য বিভাগে প্রকাশিত হয় তার একটি ছড়া। উৎসাহ হয় আকাশ সমান। স্বাধীনতার পর ৭২-এর মার্চে একটি দৈনিকে প্রকাশিত হয় কবি জীবনানন্দকে নিয়ে লেখা একটি কবিতা। তারপর দে-ছুট কবিতার স্বর্ণকান্তি মাঠে। কবিতাই তখন থেকে হয়ে ওঠে লেখার মুল উপজীব্য। মানিকগঞ্জ জিলার সাটুরিয়া থানার বরাইদ গ্রামে ১৯৫৬ সালের ১০জুন জন্মগ্রহণকারী এ কবি এখনো লিখে চলেছেন কবিতা, গভীর মমতা মেশানো অনুভূতিতে। নিপুণ ভাস্করের মতো বিনির্মাণ করেছেন কবিতার শরীর। তাঁর কবিতার অবয়বে জীবনবোধের নন্দন দর্শন প্রতিভাসিত। কবিতায় কঠিন কথা সহজ করে বলা তাঁর মুন্সিয়ানা। দৃষ্টি প্রসারিত করে কবিতার জন্য তিনি খুঁজে নেন প্রকৃতির কোমল সব রূপ। তাঁর কবিতার তনুশ্রী পিয়ংবদা নারীর মতোই অপরূপ। বিমুর্ততার পাশ দিয়েই এই কবি হেঁটে যান কিন্তু ভাবনাগুলো তাঁর কবিতায় থাকে মুর্তমান।

কবিতার সঙ্গে বসবাস হলেও গল্প, উপন্যাসের সাথেও রেখেছেন সম্পর্ক। আরও দুটি কাব্যগ্রন্থ, দুটি উপন্যাস এবং একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়। তবু কবিতাই তার কাছে প্রিয়, কবিতাই তাঁর কাছে শ্রেষ্ট।

দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক
মরুপলাশ, মোহনা, রূপসী চাঁদপুর
রিয়াদ, সউদী আরব।
সেপ্টেম্বর-২০০২

সুপ্রিয় পাঠক

কাব্য গ্রন্থটি পড়ার পর আপনার মতামত সরাসরি কবিকে জানালে উপকৃত হবো। আপনার মতামত বাংলায় কম্পোজ করে শুধুমাত্র এটাস্‌মেন্টস করে নিম্নলিখিত ই-মেইলে ক্লিক্ করুন। ইংরেজীতেও লিখতে পারেন। আমরা তা মরুপলাশ সাহিত্য পত্রিকার মতামত কলামে প্রকাশ করবো। আপনার ই-মেইলে নিয়মিত ফ্রি কপি প্রেরণ করা হবে।

ই-মেইল : marupalash@yahoo.com
ferozkhan22000@yahoo.com

উৎসর্গ

আমার স্নেহময়ী মা

আনোয়ারা বেগম

ও

বাবা আব্দুর রউফ খান এর

স্মৃতির করকমলে.....

এসো প্রার্থনায় বসি

আমাকে কিছু স্বপ্নীল বর্ণমালা ধার দাও নিরুপমা
তোমার শিশুকে আমি বর্ণিল প্লাকার্ড উপহার দেবো
সত্য-সুন্দর আর নির্মলতার ডালায় ভরে দেবো
নিশ্বাসের প্রথম বাতাস।

তোমার নবজাতকের এখন দুঃসময়ের পালা
নষ্ট সময়কে তুমিতো পারো না ঠেলে দিতে ভোরের দিকে!
রৌদ্রকে ঠেকাবে কোন স্পর্ধায়
দিনের চোরাবালি পথে ফেরারি সূর্য
এসে দাঁড়াবেই মধ্য আকাশে

চারদিকে উঠবে ধ্বংসের ধূলিঝড়
অবক্ষয়ের সোপানে এসে অলক্ষেই দাঁড়াবে
নিস্পাপ বালক।

তার চেয়ে চলো অতীতকে মন্থন করে
যদি কিছু অলৌকিক অক্ষর মেলে
তাই দিয়ে গাঁথি সুশীল শব্দের মালা
দোলনায় বেঁধে দেই মমতার রশি-
ভালবাসা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ওরা যদি বড় হয়ে উঠে!

এসো বৃষ্টির কাছে হাঁটু গেড়ে বসি
প্রার্থনার বাণী পাঠাই উন্মুক্ত আকাশে আর
ফসলের মন্ত্র শিখি মেঘেদের কাছে
তুমি দ্যাখো পাখিরা এখনও সেই মন্ত্রে গান গায়
শিস দিয়ে ফেরে অহর্নিশি
ওরাই কি নিয়েছিল সৃষ্টির প্রথম পাঠ?
চলো
আমরাও শিখি সেই ভাষা
তারপর বাহুতে শক্ত করে বেঁধে দেই
সত্য ও সুন্দরের মাদুলি
আমাদের উত্তরসুরীদের কাছে এসো
পৌছে দেই অমলিন উৎসের বাণী।
এসো নিরুপম এই অবক্ষয়ের শেষ সিঁড়িতে এসে
স্বপ্নীল বর্ণমালার জন্য
হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসি।

নীল সমুদ্রে ঘর

এইবার চক্ষুমেলে দ্যাখো সওদাগর
তোমার প্রাণের সাম্পান ভাসবে
নীল সাগরের জলে
যাত্রার আয়োজনে তুমি এতো নিস্প্রভ কেন?
চেয়ে দ্যাখো,
ঐ ভেসে যায় সারি সারি নাও
আলোর মালা গেঁথে চলে
দলবদ্ধ যাযাবর জাহাজ
গহীন সমুদ্র পথে কোথা যায় ভেসে!

নোঙর তোলা হলো গানের সুরে
মাস্তুলের দড়িতে পড়ে টান
রুদ্র হাওয়ায় দ্যাখো পালের কাঁপন
ক্ষুব্দ জলের ঢেউ
ভাঙে ছলাৎছল
আকাশ কাঁপিয়ে ডাকে
মেখ গুড়ু-গুড়ু
লোভের প্রসার নিয়ে যাত্রা হলো শুরু।

কি পণ্যে ভরেছো এই সাম্পানের খোল
কিছু কি রইল পিছে
কুলের সীমানা ঘিরে
তারদিকে মন কেন যায় ফিরে ফিরে?
সম্মুখে চক্ষুমেলে দ্যাখো সওদাগর
গহীন সমুদ্র মাঝে বানিজ্য বন্দর।

শুধু একদিন

একটি স্নিগ্ধ সকাল হবে
রিমঝিম বৃষ্টির তানে
ভিজে শালিকের ডানা উড়বে না আকাশে
আয়েসের কাথা জড়িয়ে
ঘুমিয়ে থাকবে সূর্য।

একটি রজনীগন্ধার বৃন্তে
রৌদ্ররা করবে না খেলা
একদিন দীঘির জলে হবে না
মাছরাঙার ডুব
শুধু একটি দিনের জন্য
খুলবে না খিড়কির কবাট।

ভিজে বাতাস ছুটবে আলুথালু বেশে
কেঁপে উঠবে বাতাবীনেবুর ডাল
নীমের শাখায় বসে নিয়তই ভিজবে দুটি কাক
একদিন ফসলের পরিচর্যায় কৃষক
যাবে না মাঠে
মাতাল হাওয়ায় খা-খা করবে বিলের উঠান
শোকের বৈঠা হাতে একাকী বেহাগ
বেয়ে যাবে জলের উজান।

একদিন রনজিৎ পিয়ন আসবে না
চিঠির থলে কাধে
একদিন হলুদ পাখিরা শিমুলের শাখায়
করবেনা মধুকরি খেলা
শুধু একটি দিনের জন্য সন্ধ্যা নামবে
জোনাকী বিহীন।
চাঁদহীন বিষন্ন আকাশের
শুন্য পারাবারে
শুধু একটি রাতের প্রহর কেঁদে উঠবে
তুমিহীনা বিরান শয্যায়
তোমাকে বিদায় দিতেই
এমনি আয়োজন হবে
শুধু একদিন।

২৫-০২-২০০২

স্বাধীনতায় মধ্যরাত

মধ্যরাত কানে কানে কালো মন্ত্র দেয়
হে স্বদেশ এখন শহীদদের জন্য কাঁদো !!
অথচ আমি জেগে আছি ভোরের ঠিকানার খোঁজে
আমার হাতে ধরা একমুঠো ধানের ছরা
আমি ফুলকে উপেক্ষা করে তাই দেব -
বেদীতে ছড়িয়ে

এমন দুঃসাহস শুধু আমিই দেখাতে পারি
কারণ আমি জানি ফসলের অবাধ ফলনের জন্যই
তোমাদের অসময়ে আত্মহুতি দান

শুধু আমিই বলতে পারি নদীর যৌবন ছুঁয়ে -
কখন পলির আস্তরণ পড়ে বিশুস্ক জমিনে

কোন পাখি গান গায় কোন ফুলে ফলের বিস্তার
আমি তাতে মমতার শিশির ছোঁয়াই-আর
মেঘকে নুইয়ে দেই বৃষ্টির ধারায়।

তোমরা কি শুনতে পাও মধ্যরাতের বিলাপ
অমন দুঃখের কথা ডাহুকই বলতে পারে
বানের তান্ডবের পরেও জলের আরশিতে-
ভাসে স্বজাতির বীরত্বগাথা
এবং চাঁদের জোছনা মাখা সুখ ছড়ায়
রাতের আকাশ
আমি শুধু শিশিরের মন্ত্র দেই
ফসলের কানে
তাই - মাটির আঠালো মমতায় লাগে
নবান্নের ছোঁয়া
ফুল ও ফসলের সম্ভাবনায় দিগন্তে জাগে
খুশির ঝিলিক।

আমি তাই ফুলের বদলে ফলকে সাজাই নৈবদ্যের থালায়
তোমাদের গৌরবের ডালায় বেঁধে দেই
চৈতালী শষ্যের দানা
আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌছে দেই
বৈভবের অমিয় বানী।

হে পূর্বসূরী, দেখো, একদিন-
তোমাদের স্বপ্নের জমিনে জাগবেই
নব উত্থানের গান।
এবং জেনে রেখো,
আগামী বসন্তে হবে কবিদের মহাসম্মেলন
ভাষরে মাঠ হবে কবির দখলে
নেতৃত্বের তকমা পরে মিথ্যার বেসাতি
বিলায় যারা
তারা যাবে আস্তাকুড়ে
শুধু তোমাদের বীরত্বগাথা নিয়ে-
হবে কবিতার অনন্ত মিছিল।

আলোর যুবতী

তুমি আমি আর সে
থাকবে কাব্যের সঞ্জিবনি সুরা
তাকে ঘিরেই আমাদের আয়োজন
কেউ কথা বলবে না শুধু কথা বলবে কবি।

চারিদিকে অন্ধকার তিমির রাত
শুনশান আঙ্গিনায় বাতাসের ফিস্‌ফিস কথা
আলোর চিহ্ন নেই কোথাও
শুধু এক চিলতে আলো
কবিকে ঘিরে অবনত
বাইরে শেফালী ঝরা রাত
কূয়াশার টুপ্‌টাপ পতনের সাথে
সময়ের অনিরুদ্ধ চলার ব্যঞ্জনা ।

রাতের গভীর প্রহর ভেদ করে
কবির কণ্ঠ এগিয়ে চলে কাব্যের সুললিত বাঁকে
যেখানে ভীরে আছে ছন্দের সওদাগরী নাও
এসো, পণ্যের সম্ভার থেকে তুলে নেই
কবিতার মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা
তারপর মুখোমুখি তুমি আমি ও কবি
কথা হোক হৃদয়ে হৃদয়ে মৌনতায়
আমাদের অব্যক্ত বাণী শুধু

কবিতার আরশীতে ফুঠে উঠে
কবির অলৌকিক স্পর্শে
স্বপ্নের জমিনে নাচে ষোড়শী কবিতার শরীর
কবি কথা কয়-
তিমির অন্ধকার ভেদ করে গেয়ে উঠে
আলোর যুবতী
কাব্যের দোলনায় চড়ে দোল খায় কবি
অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতের
অদেখা বন্দরে।

পংক্তির মায়াবী সুরা পান করি তুমি ও আমি
তারপর নিরুদ্দেশের পালকিতে চড়ে
আমরা হারাতে থাকি কবিতার দৃশ্যপট থেকে
এভাবেই অতঃপর
আসে নতুন প্রজন্ম যারা
যুগপৎ কবিকে সঙ্গে নিয়েই চলে
এমনি অনন্ত আসা যাওয়ার পালা
হারায় না কবি
কবিতাই মৃত্যুঞ্জয়ী হয় অবশেষে।

মিলেনিয়াম ও নষ্ট সময়

নারীরা সন্তান প্রসব করে
কবিরা প্রসব করে অসংখ্য কবিতা
কিলবিল কবিতা ও মানুষ
উপন্যাস ও গল্পের পাতায় হাঁটে
নিশিকন্যাদের উকুন
নৈতিকতা, মরা গাভী
আর তার উপরে ঘোরে একচোখা শকুন।

নেতারা কথার মৈথুনে ঝরায় সৃষ্টিরস
হয়তো জন্ম নেয় পিতৃপরিচয়হীন চুক্তি
নয়তো যুদ্ধের বিভীষিকা
ধপাস ধপাস মরে মানব সন্তান।

নপুংসক বুদ্ধিজীবী আর
কলমযোদ্ধা যারা
প্রতিদিন কলমের ধাক্কায়
সুখ আর স্বস্তিকে ওরা নির্বাসনে পাঠায়
বেশ্যার সাথে মিলনশেষে নিত্য তালাক
এই মিলন এই তালাক
পয়সায় কেনা মহাজনদের বাসর রাত।
কিছু মিনমিনে মানুষ
ছিঃ ছিঃ কোঁ কোঁ করে
আর ভাল সাজার ভান
ধ্বংস আর অবক্ষয় মিলে গায়
কোরাস গান

এইতো মিলেনিয়াম!!
সভ্যতায় প্রস্ফুটিত আমাদের উজ্জল পৃথিবী

আহ্! আকাশ যদি আর একটি
পৃথিবী প্রসব করতো!
আর মিলেনিয়াম আসার আগেই ধ্বংস?
আবার প্রসব....আবার ধ্বংস...আবার.....
তাহলে আমাদের ও তোমাদের সন্তানেরা
এই বিষাক্ত ভগন্ সময়ের
মুখোমুখি হতো না কখনও।

খোঁজ

রাতও ক্লান্ত হয়
হেলে পড়ে সূর্যের শরীরে
সূর্য গ্রাস করে রাত্রির শরীর।

পৃথিবীরও বয়স বাড়ে
প্রকৃতিরও বয়োবৃদ্ধি ঘটে
বয়সের ভারে নুয়ে পড়ে চাঁদ
প্রতিনিয়ত নদীরাও বাড়তে থাকে
শুধু মানুষ কেন সঙ্কুচিত হয়
ক্ষুদ্র হতে হতে মিশে যায় শেষে ?
পাহাড়ের ঢাল বেয়ে
জমির উর্বরতা নামে
মেঘের নিঃশেষে ঝরে বৃষ্টির ধারা
তারার আলো যুগ যুগ ধরে
নেমে আসে সাগর জমিনে
শুধু মমতার শরীরে ক্ষয়রোগ
হৃদয়ের উষ্ণতায় কেন শীতল ছোঁয়া ?

কাছে আসার সিঁড়িগুলো ভাঙ্গতে থাকে অবিরাম
রাতকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে
চাঁদকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে
কুয়াশার ওড়না জড়ায় ভালবাসা
ধুসর বসনে সে যে বড় নিঃস্ব একা
তবু বাসন্তি চেতনায় মানুষ
বীজ মন্ত্রে দীক্ষা নেয়
বাহুতে মাদুলি বাঁধে -
ফুল ও ফসলের তরে

বিরান অস্তিত্বে বসন্ত

আমার মন যদি বর্ণালী পাখি হয়ে যায়
তবে এই ধুসর প্রান্তর ছেড়ে উড়ে যাবো শ্যামল এক দেশে
ধলেশ্বরী নদীতীরে শিমুলের ছায়া ঘিরে
আমার দুরন্ত শৈশব যেখানে ঘুমায়!
আমি শুধু ভাবি - আর দূর থেকে যাচি তারে বেলা-অবেলায়
সে এখন কত দূরে
কৈশোর -যৌবন দোলা দোলাতো যারে ?
মটরের শীতল ছোঁয়া সরিষার বাসন্তি হাতছানি
বটের নিবিড় ছায়ায় ঘুমিয়ে রয়েছো তুমি জানি
জলের উজান বেয়ে এখনো কি আস তুমি-
আমাদের বকুল তলায়
কি রঙয়ের ওড়না তখন ধুসর কুয়াশা জড়ায় ?
তোমার কপোল ছুঁয়ে মাতাল বাতাস
এখন কি ঝাউবনে দোল খেয়ে যায়
এখনও কি বান এলে ঘনবরিষায়
নদীগুলো মত্ত হয় বসতি ভাঙ্গায়
হেমন্তে শান্ত নদীর বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে
মাঝি কি উজান বায় ভাটিয়ালী গেয়ে
মাধবীলতার সাথে বেলফুল মিশে
এখনও কি দোল খায় দক্ষিনা বাতাসে
এখনও কি নীমতলা ছায়া ছায়া অন্ধকার শাখে
রাত্রি গভীর হলে ভয় পাও হুতুম পেঁচার ডাকে
আরকি চৈতি রাতে দুর কোন গাঁয়
কান পেতে বাশরির সুর শোনা যায়
আষাঢ় ফুরিয়ে এলে শ্রাবন ধারায়
কৃষান - বাউল মিলে সারি গান গায়
জলের আরশীতে যদি জোছনা রাতে
ডাহুকিনির দেখা হয় ডাহুকের সাথে
সে কথা বেতশ লতা বলে মমতায়
আবেশে জড়িয়ে ধরে হিজলের গায়
হাজার স্মৃতির মেঘ ফিরে ফিরে আসে
সব আলো সব সুখ সবুজের দেশে

রাতের প্রহর ঠেলে তারার দিঠি
আমাকে পাঠালো সেই সবুজের চিঠি
দৃষ্টি ভাসিয়ে রাখি দুর নিলিমায়
সব সুখ - সব পাওয়া শ্যামলিমা গাঁয়।

এসো আলোকিত সুখ

তুমি ছুঁয়ে দিলেই আমি জ্যোতির্ময় হবো
আমার ইন্দ্রিয়ের বাঁকে বাঁকে বান ডেকে যাবে
রসের উচ্ছল ধারা
আর দেহের অন্ধ কুঠরীতে রূপালী আলোরা
করবে অলৌকিক খেলা
অমৃতের বার্তা নিয়ে গেয়ে উঠবে বাসন্তি কোকিল
মুর্হু মুর্হু দক্ষিণা বাতাসে আন্দোলিত হবে
হৃদয় পল্লব শাখা।

এই হৃদি পদ্মাসনে বসাব বলে
তোমার প্রতিক্ষায় উন্মূখ প্রতিটি প্রহর
প্রভাতি ফুলের গায়ে থির থির কম্পন
বাতাসে মৌ মৌ গন্ধ বিলাস
রাতের নির্জনতায় ফিস্ ফিস্ কথা কয়
অন্ধ ভালবাসা।

তুমি ছুঁয়ে দেবে তাই লজ্জাবতির মতো
নুয়ে আছে ভোরের আকাশ
হীরক দ্যুতি নিয়ে কঁচি ঘাসে দোল খায়
সকালের বর্ণিল শিশির

শরতের মায়াবী চাঁদ আর
বিষন্ন রাতের নির্ঘূম প্রহর
তবু নদীর যৌবন ছুঁয়ে লুকোচুরি খেলে
আর জোছনার ঝিলিক মেখে
জীর্ণ কুলের সীমানায় এসে
আছড়ে পড়ে সোহাগের উচ্ছল ঢেউ।

এই বাউল অনুভব আর শিহরিত প্রতিক্ষাগুলো
শুধু তোমাকে আলিঙ্গন করবে বলে
রিক্ত পারাবার থেকে কুড়ায়
হিরন্মেররাজটিকা।

তুমি এসে ছুঁয়ে দেবে তাই
হৃদয় অর্গল খুলে বসে আছি-
জীবনের অন্ধ গলি পথে
এসো অরুন্ধতি- হাতে হাত রাখি আর-
সুরের সাম্পান বেয়ে মিশে যাই
অরূপ জোছনা ধোঁয়া আলোর বেদিতে।

নীলকণ্ঠ প্লাকার্ড

এক উজ্জ্বল সংগীতধারা
জল তরঙ্গ হয়ে হৃদয়ের মোহনায় বেঁধে আছে ঘর
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো---
ভাষার জন্যও কি যুদ্ধ হয়?
জন্মের মতো অবধারিত যে রীতি
শিশুর ঠোঁট কোন অলৌকিক টানে
ছুঁয়ে দেয় মায়ের স্তনবৃন্ত
কোন স্পর্ধায় মানুষ অমন
ভবিতব্যের ধারায় নিষেধের বার্তা ছড়ায় ?

তাইতো শিশুরাও ক্রুদ্ধ হতে শিখে
প্রতিবাদের মিছিল করে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা
হায়েনারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে
ঢেলে দেয় বিদ্বেষের বিষ; নিষ্পাপ কোমল শরীর
লাশ হয়ে পড়ে রয় প্রতিবাদী মানুষ
শুধু নীলকণ্ঠ হয়ে প্লাকার্ড গুলো
জ্বল জ্বল করে অমলিন
ওরা আমার মায়ের ভাষা
কাইড়া নিতে চায়... ।
আকাশ পাতাল উর্ধ্ব-অধঃ
প্রকম্পিত হয় গগন বিদারি নিনাদ

‘মায়ের ভাষা কেড়ে নিতে আমরা দিবনা’---
রাতের নিস্তব্দতা ভেদ করে জেগে উঠে
অভয় গানের সুর
‘উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই---

জেগে উঠে মানুষ, জেগে উঠে
স্বদেশের পথ-প্রান্তর।
বিস্তীর্ণ পথের শেষে সবুজ দিগন্তে ফুটে উঠে
লাল সূর্য -
আমার স্বদেশ।

ক্রিসেন্ট লেকে একদিন

বিকেলের রেশমি রোদ ঠোঁটে মেখে
লেকের নীল জলে তুমি দেখেছিলে
স্বপেন্দরা কেমন ঘুরে বেড়ায় স্বর্ণালি মাছের শরীরে।
উর্বরা জমির একটি পরিপূর্ণ গোলাপ
তোমার মেহেদি-রাঙা হাতের নিদারুণ আদর পেয়ে
ঝরছিল শাড়ির আঁচলে
আমি মাছের শরীর থেকে স্বপন্কে তুলে এনে
তোমাকে দিলাম
তুমি সূর্যকে আড়াল করে আমার অবারিত বুকে
ভালবাসার শস্য বুনে দিলে।
আমি নীলিমার শূন্যতাকে ছুঁড়ে ফেলে
আকাশকে জানিয়ে দিলাম ভালবাসার ঠিকানা।
অনাহুত মানুষেরা শুধুই প্রশন্ করেছিল
সুরভিত গোলাপের আমি কি হই?
তোমার কম্পিত হাত দুটি আমার হাতে তুলে দিয়ে
তুমি তীব্র ঘৃণা ছুঁড়ে দিলে মানুষের গায়
তারপর প্রবল বৃষ্টি এসে
দিগন্ত ভাসালো এক সীমানায়.....

এখন তোমার হাত গোলাপের পাপড়ি ছোঁয় না আর
সে হাতে নীল পদ্ম ফুটে আছে এক
কোন অচেনা নাবিকের ডাকে ডাঙার বসন্ত ছেড়ে
সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে পাখি।
বিক্ষুব্দ জলের মাঝে তুমি উজান বাইতে চাও?
এই দ্যাখো, এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছি আমি
রুদ্র বাতাসকে ঠেকাবো বলে
মাটির বিশ্বাসকে আমি আজন্ম লালন করি প্রাণে
তাই ভালবাসা আজও স্পর্ধিত গোলাপ হয়ে ফোটে
আমার বাগানে
তুমি এলে নিতে পারো তাই
শুধু আমিই সুখকে আড়াল করে
মুঠি ভরে অকারণে
কবিতার দুঃখ ছড়াই।

রৌদ্রের বয়স

পৃথিবী যখন উত্তর মেরুর সাথে কথা বলে
তখন বাহন হয় দক্ষিনা বাতাস
আমিও জানালার কবাট খুলে দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে দেই বাতাসে
বাতাস ভারী হয় ছুটে চলে উত্তরে
মানুষের কষ্ট মানুষের আনন্দ
প্রতিধ্বনিত হয় মেঘে মেঘে
মেঘ ভেঙ্গে বৃষ্টি হয় মেঘের আড়ালে লুকানো বাতাস
ঝড় হয়ে নেমে আসে প্রচণ্ড নিনাদে
আমি দরজার কবাটে খিল দেই
আমার ছোট ঘর দোল খায়
এই ভাঙ্গে এই ভেঙ্গে যায় করে ঝড় থামে
মেঘের ভেতর থেকে রৌদ্র উকি ঝুকি দেয়
বিছানায় রৌদ্ররা খেলা করে
আমার ছোট্ট মেয়েটি, ছোট্ট হাতে রৌদ্রকে ধরতে চায়
আহ্ আমি যদি রৌদ্রকে ধরতে পারতাম!!

বৌ রান্নাঘর থেকে আমাকে তাড়া দেয়
ছেলেটিকে আনতে হবে স্কুল থেকে
বাজার করোনি মনে আছে ?
হায়রে সংসার!
আমার আর বাতাসের খেলা দেখা হয় না
আমার আর রৌদ্রকে দেখা হয় না
পৃথিবীর আর একটা দিন ফুরিয়ে যায়
পৃথিবীর বয়স বাড়ে চব্বিশ ঘন্টা
বাতাসেরতো বয়স বাড়ে না !!
রৌদ্রেরতো বয়স বাড়ে না !!
ওরা ছিল। ওরা থাকবে।
শুধু বাতাসের দোলনায় চড়ে
রৌদ্রকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে আমরাই
চলে যাব একদিন
দক্ষিনা বাতাস তখনও পৌছে দেবে
পৃথিবীর খবর উত্তর মেরুতে
উত্তর গোলার্ধ থেকে হিমেল আমেজ ছড়াবে অনুক্ষণ
রৌদ্র, পৃথিবী আর বাতাস
মেনে যাবে চলমান রীতি
রৌদ্র আর শিশুরা সমান বয়সি হবে
শুধু আমরাই থাকবো না শেষে।

রবীন্দ্রনাথকে

তোমাকে নিয়ে লিখবো বলে
ভাবনার অতলান্তে ডুব দেই নিঃসীম পারাবারে
মন তোমাকে খুঁজে তাই কবিতার
অরূপ সিঁথির ভাজে
আর অবাধ্য হাঁসের মতই হারিয়ে যায়
জীবনের অন্তর্গত সুন্দরের গভীরে।

কবি গুরু তুমি যে অফুরন্ত বিস্ময়!
কাব্যের দিঘিতে তুমি উন্মাতাল ঢেউ

তোমার সাম্রাজ্যে আমি দিকহীন নাবিকের মত
সাতরে চলি সাগরের অসীমতা।

তুমি উত্তরণের সিঁড়ি বেয়ে ভেঙে যাও
শতাব্দির কুহেলিকা দাড়
কুয়াশার পাহাড় ডিঙিয়ে উজ্জল আলো তুমি
ছুঁয়ে যাও তমশার গলি
আর সবই অন্ধকার বিস্মৃত তোমাতে।

কেন যে যুগের চোখ অন্ধ অনুরাগে
অবেলায় বেঁকে যায় চোরাবালি পথে
হৃদয়ের আরশিতে হায় ঢাকে চন্দ্রালোক
চোখ বাঁধা ষাড়ের মতো অহেতুক ক্রুদ্ধতায়
উন্মত্ত মাতম করে কবিতার জমিনে
শালুক জোছনা ঠেলে অর্বাচিন কবি
অন্ধ পুকুরে খেলে ডুব সাতার খেলা।

তুমিতো ছুঁয়ে আছো কাব্যের সপ্তডিঙা নাও
হৃদয়ের গভীর থেকে দৃষ্টির অসীমতায়-
তোমারই অনিরুদ্ধ গতি
কবিতার সিঁড়ি পথ বেয়ে
তুমি উঠে গ্যাছো অলৌকিক সোপানে।

তোমার সংগীত ঘিরে আজো জোনাকী সন্ধ্যা নামে
চাঁদের রূপালী প্রভায় জাগে সুরের মুর্ছনা
তোমাকে ধারণ করেই আলোকিত
কাব্যের ভূবন

আমার উত্তর পুরুষের কাছে
তোমাকে রেখে যেতে চাই বলে
আমি এবং আমরা কিছু মানুষ
আকঁড়ে ধরে আছি কালের পুরোনো-রথ
তোমাকে নিশানা করে
অবিরাম বিনির্মান করি তাই
কবিতার সিঁড়িপথ।

আশি বসন্ত

এক কিশোর জ্ঞান বৃক্ষের নীচে ঘুমিয়ে ছিল
সে তো জানতোনা ওটা জ্ঞানবৃক্ষ!
ঘুম ভাঙলে সে নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে
মহাবিস্ময়ে হতবাক্।
সে এখন ৮০ বছরের বৃদ্ধ
তার স্মৃতিতে অতীত যা তার বর্তমান কখনও
ছোঁয়নি তাই ভাসছে শুধু।
তার এই দীর্ঘপথপরিক্রমায় পৃথিবীর উত্থান-পতন
দেখেছে তার চোখ অথচ
সে তা দেখেনি! তাকি হয়?
অদ্ভুত ধাঁধাঁর গোলকে মন তার উথাল-পাতাল
সেকি ঘরে ফিরবে এখন? ঘর পালানো কিশোর
এখন ৮০ বছরের বৃদ্ধ একি নিষ্ঠুর কৌতুক?
চলমান মানুষেরা কেমন করুণার
দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে তার দিকে।

এমন কি এক যুবক তার ঠিকানার
কথা জিজ্ঞেস করে তাকে পৌঁছে দিবে কিনা
এমন কথাও বলেছে
তবে সে কি স্বপ্নে দেখছে এসব!

হায় ভাগ্য একি হলো তার ?
ঘরে যাবে কার কাছে। আশি বছরের
বৃদ্ধের কি ঘর থাকে!
অথচ ঘরের ঠিকানা স্পষ্ট মনে আছে তার
সে বয়েসি জ্ঞান বৃক্ষের গায়ে ঠেস দিয়ে
বসে পড়ে ফের।
এখন উপায়! নাকি যাবে একবার
তার নিজের গাঁয়ে
অন্তত দেখা হবে আপন তার কেউ
আছে কি না

এমন বয়েসে তার সংসার হবার কথা
কিন্তু হ্যা হতভাগ্য মন কিছুইতো মনে
পড়েনা তার।

তার মনে আছে শিশুবেলা
তার কৈশোরিক উন্মাতাল দিন
তার খেলার সাথীরা কোথায়?
সে জ্ঞান বৃক্ষের শাখার দিকে তাকায়
হঠাৎ কটি মরাপাতা ঝরে পড়লো
তার বুকে
একটি কাঠ ঠোকরা ডালের মধ্যে ঠোট ঠুকছে অবিরাম
বৃদ্ধ বিহ্বল দৃষ্টি মেলে ধরে পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশে
মেঘহীন শুন্য আকাশ হাভাতের মত
মুখ ব্যাঞ্জনা করে তার প্রতি
সে এখন পথের দিকে তাকায়
এই সেই চেনা পথ।

এ পথে তার নিত্য আনাগোনা কিন্তু সেতো
এক কিশোর বালকের পথ
যৌবনে কোন পথে হেটেছে বৃদ্ধ!

আর পড়ন্ত এই সময় তাকে নিয়ে
এখানে এলো কখন?
বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ায়। কষ্ট হয় তার কোমরে
মোচর দিয়ে উঠে
অথচ কৈশোরিক মন নিয়ে দৌড়ের ভঙিমায়
দাঁড়ায় সে
শরীর নুয়ে আসে কিছুটা সন্মুখে
তাই কুজো হয়ে সামনে পা বাড়ায়
পথের ধুলিতে ঝুলে পড়া শরীরের
ছায়া কেঁপে কেঁপে উঠে।

কোথায় যাবে বৃদ্ধ!!
কিন্তু না! একবার তার গ্রামে যাওয়াটা উচিৎ
সে দেখতে চায় তার নিজস্ব কেউ আছে কিনা?

সম্মুখে হাটে বৃদ্ধ
বাহ! ঐতো তার বাড়ি
ঐতো তার ঘর
কিন্তু একি! সেখানে ওরা কারা?
বৃদ্ধ থমকে দাঁড়ায়।
একটি কিশোরী তাকে বাঁকা চোখে দেখে
কিশোরীর ঠোটে প্রশ্নের বান্
ও বুড়ো বাড়ি কোথায়?
এইতো আমার বাড়ি
কাঁপা কণ্ঠ অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে
বলে সে
কিশোরীর বাঁধ ভাঙ্গা হাসি উছলে পড়ে
আরে বলে কি পাগলা বুড়ো
এতো আমাদের বাড়ি
যান যান নিজের বাড়ি যান
হায় কপাল! এত পথ হেটে এসে সেকি নিজের
ঠিকানা চিনলো না!

তার স্মৃতিতে আর এক কিশোরীর মুখ ভেসে উঠে
টিয়া রং টিপ কপোলে পদ্মরাগ
বরষার প্রথম প্রহরে জলে থৈ থৈ মাঠ-ঘাট
রোকেয়া তাকে বলেছিল-
আমাকে অনেক কদম ফুল পেড়ে দিও
মালা গাথবো তোমার জন্য
সেতো হেসে মরে
কদম ফুলের আবার মালা হয় নাকি
সে তাকে জোছনা রাতে নৌকায় করে
বরণ বিলে নিয়ে যাবে বলেছিলো।
যেখানে জলের আরশিতে
বসে শাপলার হাট।

কোথায় সে ঘাট যেখানে তাদের
ছিপ নৌকা বাঁধা থাকতো!
বৃদ্ধের মন আকুলি-বিকুলি করে উঠে
তার খেলার সাথীরা কোথায়।

তার নিজের গ্রাম।
বাড়ির পাশে কাজলা-দিঘি
গভীর রাতে টুপ-টাপ ঝরে পড়া
হিজল গোটা
ভাদ্র মাসে ধপাস করে তালের পতন জ্যৈষ্ঠের আম
কুড়ানো, বরণ বিল জলে থৈ থৈ শাপলার ঝিলে হেটে বেড়ানো
ডাহুক-ডাহুকি
বাবলার ঝোপে ঘুঘুর বাসা
কলমি ফুলে জল সাপ আর
ফড়িং এর নাচানাচি।
সন্ধ্যায় ঝোপে ঝাড়ে জোনাকির মেলা
জলিল মুনশির আজান
ধরণী মাঝির শ্যামা সংগীত
এতচেনা মেঠোপথ এ সবই কি ভুল?
বৃদ্ধ এবার সামনের কবর খানায়
পাশে হেলে পড়া পেয়ারা
গাছটির নিচে বসে পড়ে।
বিভিন্ন গাঁয়ের মানুষ আসা-যাওয়া
করে সে পথে
ওর দিকে কেউ দেখেও দেখেনা
একটা পেয়ারা পেকে আছে
কিন্তু হায়! আশি বৎসরের শরীর কি
পেয়ারা পাড়ে?
অথচ মনে হয় কালই গাছে চড়ে
তন্ন তন্ন করে খুঁজে পায়নি
একটাও পেয়ারা
বৃদ্ধ মুরুব্বিদের কবরকে উদ্দেশ্য করে
সালাম দেয়
আর তখনই কানে ভেসে আসে
আচ্ছালাতু খাইরুম মিনান নাউম.....
কিশোর ঘুম জড়ানো চোখ ডলতে ডলতে
দেউরির বাইরে কলতলায়
এসে দাঁড়ায়

সুবে-সাদেক এর আকাশ কেবল
লালচে রঙ ধরেছে।

এক কিশোরী কুয়াশার আবছা আলো থেকে
নাম ধরে ডাকে
তার শরীরে পুলকের ঢেউ খেলে যায়
এইতো তার গ্রাম তার ঠিকানা
স্বপ্নের কথা ভেবে শিউরে উঠে তার শরীর
আশি বসন্ত তাকে ছুঁয়ে যাক
কখনই চাবেনা সে আর।

দিগন্ত দৃষ্টির শেষান্ত